গাংনীর মহাম্মদপুরে কৃষকের সেচ পাম্পের চারটি ট্রান্সফরমার চুরি

গাংনীতে ফসলের মাঠ থেকে সেচ পাম্পে ব্যবহৃত চারটি ট্রান্সফরমার চুরি করেনিয়ে গেছে সঙ্গবদ্ধ চোরের দল।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাতের কোন এক সময় গাংনী উপজেলার মহাম্মদপুর সীমানা মাঠের কৃষক লিটন আলী ও সবুজ আলীর দুটি বৈদ্যতিক খুটি থেকে চারটি ট্রান্সফরমার চুরি করে নিয়ে গেছে।

কৃষকরা আজ মঙ্গলবার সকালে জমিতে সেচ দিতে গিয়ে চুরির ঘটনা চোখে পড়ে। ট্রান্সফরমার চুরি হওয়ায় বোরো চাষসহ অন্যান্য ফসলে সেচ দেওয়া নিয়ে বিপাকে পড়েছে ঐ এলাকার দেড়শতাধিক চাষি। চুরি প্রতিরোধে ট্রান্সফরমারে রডের খাচা দিয়ে তালাবদ্দ করা সহপাহার দিয়েও কৃষকরা রক্ষা করতে পারছে ট্রান্সফরমার চুরি।

কৃষক সবুজ আলি বলেন, গতকাল রাত ৯টার দিকে এই সেচপাম্প থেকে রাতে বোরো ধান লাগানোর জন্য জমি প্রস্তুুত করার সময় সেচ দিয়ে রাতে বাড়ি ফিরে যায়। সকাল থেকে ধান রোপন করা হবে। অথচ সকালে এসে দেখি চারটি ট্রান্সফরমার চুরি কেও নিয়ে গেছে। এখন কিভাবে অন্য কৃষকদের জমিতে সেচ দেব।

মেহেরপুর পল্লীবিদ্যুত সমিতির বামন্দী জোনাল অফিসের উপ মহাব্যবস্থ্পক মোঃ আবু হানিফ জানিয়েছেন, গতকাল (সোমবার) রাতে গাংনী উপজেলার মহাম্মদপুর গ্রামের মাঠ থেকে চারটি ট্রান্সফরমার চুরি হয়েছে। পুর্বে আরো হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা একাধিকার থানায় মামলা করেছি। একটি কুচক্রি মহল এর সাথে জড়িত। এরা যতক্ষন পর্যন্ত ধরানা পড়ছে এ চুরি রোধ করা সম্ভব নই। প্রশাসনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করছি এদের সনাক্ত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা। এতে কৃষকের বিশাল ক্ষতি। বিদ্যুত বিভাগের পক্ষ থেকে দ্রুতব্যবস্থা নেওয়া হবে যাতে কৃষিকাজ চলামান থাকে।

মেহেরপুরে সুখসাগর পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন করে লাভবান হচ্ছেন চাষিরা

আমদানি নির্ভরশীল না থেকে নিজেরাই সুখসাগর পেঁয়াজর বীজ উৎপাদন করে লাভের মুখ দেখছেন মেহেরপুরের কৃষকরা। পেঁয়াজ বীজ বপনের মৌসুমে ভারত থেকে আমদানী নির্ভরশীল থাকতে হতো জেলার পেঁয়াজ চাষিদের।

বীজ সংকটের কারনে অনেকেেই চড়া দামে সুখসাগর জাতের পেঁয়াজ বীজ কিনতেন। প্রয়োজনের তাগিদে আমদানি নির্ভর না থেকে নিজ ক্ষেতেই পেঁয়াজ বীজ উৎপন্ন করছেন কৃষকরা । নিজেদের চাহিদা মেটানোর পরও সরবরাহ করছেন অন্যান্য চাষিদেও কাছে। এতে উৎপাদন ব্যয় অনেকটা কমে যাচ্ছে এবং অধিক মুনাফা আয় করছেন। কৃষি বিভাগ বলছেন কৃষকরা আমদানী নির্ভর না থেকেই নিজেদের উৎপাদিত বীজ দিয়ে যে সুখ সাগর পেঁয়াজ চাষ শুরু করেছেন তা কৃষিতে একটি ইতিবাচক দিক। বীজ উৎপাদনে চাষিদেরকে প্রয়োজনিয় সহায়তাও দেয়া হচ্ছে।

জেলা কৃষি অফিসের তথ্য অনুযায়ী, জেলায় এবছর পেঁয়াজের আবাদ হয়েছে ২৭ হাজার ৭৭৫ হেক্টর। এতে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭৫ হাজার ৬০০ মেট্রিক টন। প্রতি বছরের নভেম্বর মাসে পেঁয়াজ বীজ বপন করা হয়ে থাকে। জানুয়ারী মাসের দিকে পেঁয়াজ বাজারজাত করা হয়। আর বীজ উৎপাদন হয় মার্চ মাসের শেষের দিকে। তবে জেলার পেঁয়াজ চাষিরা বীজ উৎপাদন করে নিজের চাহিদা পুররুনের পাশাপাশি জেলার বাইরের কৃষকদের কাছে বিক্রি করেও মোটা টাকা আয়করছেন বলে জানান, কৃষি অধিদপ্তরের উপ পরিচালক শংকর কুমার মজুমদার। এছাড়াও কৃষি গবেষণাগার থেকে বারি-৪ জাতের পেঁয়াজেরও ভাল ফলন পাচ্ছেন বলে জানান তিনি।

জানাগেছে, মেহেরপুর জেলায় বিগত চার বছর যাবত সুখ সাগর পেঁয়াজের চাষ করছেন চাষিরা। অন্যান্য জাতের পেঁয়াজের তুলনায় একই খরচে দ্বিগুন পেঁয়াজ উৎপাদন করছেন তারা। পেঁয়াজের প্রচলিত জাত

তাহেরপুরি,বারিফোর, নাসিকা রেড ও ফিপটি-৫০ জাতের পেঁয়াজ উৎপাদন হতো। পরে ভারত থেকে সুখ সাগর পেঁয়াজ বীজ পাওয়ায় এজাতের পেঁয়াজ আবাদে ঝুঁকে পড়েন চাষিরা। অন্যান্য জাতের পেঁয়াজের তুলনায় সুখ সাগর জাতের পেঁয়াজের ফলন পাচ্ছেন দ্বিগুন।

বপনকালীণ সময়ে বীজ সংকট দেখা দিলে বেশি মুল্য দিয়ে বীজ কিনতে হতো,এবং ভেজাল বীজে ফলন বিপর্যয়ে চাষিদের লোকসান গুনতে হতো। পরে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে সুখ সাগর জাতের পেঁয়াজের বীজ উৎপাদনের কাজ শুরু করেন মুজিবনগর উপজেলার প্রায় অর্ধশত চাষি। এতে প্রতি বিঘা জমিতে প্রায় ১০০ কেজি বীজ উৎপাদন হয়। নিজেদের চাহিদা পুরুনের পাশাপাশি বীজ বিক্রি করেই লক্ষাধিক টাকা আয় করে অনেকেই সাবলম্বি হচ্ছেন। প্রতি কেজি বীজ বিক্রি হয় ২ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত। শুধু বীজই নয়,ফুল থেকে বীজ সংগ্রহ করার পর গাছ থেকে পেঁয়াজ পাওয়া যায় বিঘা প্রতি ৩৫ থেকে ৪০মন। একই সাথে বীজ ও পেঁয়াজ দুটোই পাচ্ছেন চাষিরা। পেঁয়াজ চাষিদের পাশে দাঁড়িয়েছেন পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন অর্থায়নে পরিচালিত সংস্থা পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি। জেলার মুজিবনগর উপজেলায় ১০ থেকে ১৫টি প্রদর্শনী প্লটের মাধ্যমে প্রায় অর্ধশত কৃষককে আর্থিক সহায়তা ও বীজ উৎপাদনে নানা মুখি পরামর্শ দিচ্ছেন।

মুজিবনগর বিদ্যাধরপুর গ্রামের কৃষক ইদুল ইসলাম জানান, তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ পেঁয়াজের আবাদ করেন। সুখ সাগর পেঁয়াজের জাত পাওয়ার পর চার বছর থেকে এজাতের পেঁয়াজ চাষ করছেন। প্রতি বিঘা জমিতে তিনি ৫৫ থেকে ৬০মন পেঁয়াজ পেয়েছেন। বীজ বপনের সময় বীজের সংকট ও মুল্যবৃদ্ধির কারনে চাহিদা অনুযায়ী আবাদ করতে পারতেননা। পরে পলাশপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিরি কৃষি অফিসারের পরামর্শ ও আর্থিক সহায়তা পেয়ে এক বিঘা জমিতে সুখ সাগর পেঁয়াজ আবাদ করেন। সেখান থেকে প্রায় ৮০ কেজি বীজ উৎপন্ন হয় এবং একই গাছ থেকে প্রায় ৪০ মন পেঁয়াজ বিক্রি করেন। পেঁয়াজ ও বীজ বিক্রি করে এক বছরে আয় করেন তিন লক্ষাধিক টাকা। তার পর থেকে তিনি সুখ সাগর জাতের পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন করছেন। তার দেখাদেখি অনেকেই বীজ উৎপাদনে উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন।

দারিয়াপুর গ্রামের কৃষক শাহাবুদ্দিন জানান, আমাদের মুজিবনগর উপজেলায় শতভাগ চাষিরা সুখ সাগর জাতের পেঁয়াজের আবাদ করেন। ভারত থেকে আমদানি নির্ভর না থেকে এখন নিজেরাই বীজ উৎপাদন করছেন। এতে বীজ কেনার টাকাও লাগছেনা আবার বীজ নিয়ে প্রতারিত হতে হচ্ছেনা

তাদের। উপরন্ত একই জমি থেকে বীজ ও পেঁয়াজ দুটোই পাচ্ছেন। আবহাওয়া ভাল থাকলে বিঘা প্রতি জমিতে তিন থেকে চার লাখ টাকা আয় হয় বলেও জানান তিনি।

খানপুর গ্রামের কৃষক ইউনুস আলী জানান, আমাদের উৎপাদিত সুখ সাগর জাতের পেঁয়াজ জেলার চাহিদা পুরুনের পাশাপাশি বাইরের জেলাতে বিক্রি হচ্ছে। পেয়াজ উৎপাদনের পাশাপাশি বীজ উৎপাদনে অনেক বেশি লাভ। কারন একটি পেঁয়াজ গাছের ফুল থেকে বীজ পাচ্ছি এবং শিকড় থেকে পেঁয়াজ পাচ্ছি। আমি প্রতি বছর সুখ সাগর জাতের বীজ কিনতাম বাজার থেকে। এতে অনেক টাকা বেশি খরচ হয়ে যেত। এখন আমি নিজেই বীজ উৎপাদন করে লাভবান হচ্ছি। এতে সার্বিক সহায়তা করছেন মেহেরপুরের পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি। তাদের নিজস্ব কৃষি অফিসার আমাদের জমিতে এতে পরামর্শ দিয়ে যায়। কয়েক বছর ধরে সুখ সাগর জাতের বীজ উৎপাদন করে অনেক কৃষককেরই ভাগ্য বদলে ভাসছেন সুখের সাগরে।

পিএসকেএস এর কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোস্তফা রাব্বি জানান, মেহেরপুর জেলার মাটি ও আবহাওয়া সব ফসল ফলানোর জন্য খুবই উপযোগী। বিশেষ করে পেঁয়াজ চাষের জন্য যে আবহাওয়া ও মাটি তা সুখ সাগর পেঁয়াজের ব্যপক ফলন পাওয়া সম্ভব। শুধুমাত্র মুজিবনগর উপজেলাতে রয়েছে শতাধিত পেঁয়াজ চাষি। যারা শুধুমাত্র সুখ সাগর পেঁয়াজের আবাদ করেন। এতে প্রতিবছর এক বিঘা জমির জন্য বীজ খরচ লাগতো প্রায় ১০ হাজার টাকা। পরে আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী কৃষকরা এখন বীজ উৎপাদন করে ৩/৪ লাখ টাকা আয় করছেন। সোনার বাংলায় সোনা ফলানো সম্বব বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মুহঃ মোশাররফ হোসেন জানান, সমন্বিত কৃষি ইউনিটের কৃষি খাতের আয়তায় পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন ও পেঁয়াজ চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মুজিবনগর উপজেলায় ১৫টি প্রদর্শনি দেয়া হয়েছে। চার বছর যাবৎ প্রদর্শনির মাধ্যমে প্রায় অর্ধশত কৃষককে আর্থিক সহায়তা ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে বীজ উৎপাদনে সাবলম্বি করে তোলা হয়েছে। এখানকার একজন কৃষক তিন মাসের ব্যবধানে শুধুমাত্র বীজ উৎপাদন করে আয় করছেন ৩ থেকে ৪ লাখ টাকা। আমাদের সাথে পরামর্শ নিয়ে অনেকেেই বীজ উৎপাদনে আগ্রহী হচ্ছেন বলেও জানান তিনি।

মিরপুরে দিশা’র উদ্যোগে তামাকের বিকল্প ফসলের মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়ার মিরপুরে তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে বিকল্প ফসল উৎপাদনে কৃষকদের নিয়ে দিশা’র মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার দুপুরে মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের তাঁতীবন্দ এলাকায় এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে ও স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা ‘দিশা’র সমম্বিত কৃষি ইউনিটভুক্ত উদ্যোগে মিরপুরে তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে বিকল্প ফসল উৎপাদন ও বহুমুখী আয়ের উৎস সৃষ্টি প্রকল্পের আওতায় মাঠ দিবস অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

‘দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা’র কারিগরী কর্মকর্তা কৃষিবীদ জিল্লুর রহমান, দিশা কৃষি অফিসের মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তা এনামুল হক, শীতল হোসাইন, সহকারী প্রাণিসম্পদ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মিলন, সাবেক মেম্বার আশাদুল ইসলাম ভুট্টোসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ ও কৃষি/কৃষাণীরা উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, দিশা’র উদ্যোগে কয়েক বছর ধরে মিরপুর উপজেলায় বেশকিছু এলাকায় তামাকের পরির্বতে সরিষা, শস্য ও তৈলবীজ জাতীয় ফসল ও তরমুজসহ বিভিন্ন ফল বাগানে ও সবজি উৎপাদনে চাষবাদ করেছেন কৃষকেরা। আমার আশা একদিন তামাক চাষিরা তামাক চাষ ছেড়ে ফসল উৎপাদনে চলে আসবে। মাঠ দিবসে স্থানীয় কয়েক শত কৃষক কৃষাণী অংশগ্রহন করেন ।

কুষ্টিয়ার বোরো হাইব্রিড ধানের সমলয় চাষাবাদের উদ্বোধন

কুষ্টিয়ার কুমারখালি উপজেলায় বোরো হাইব্রিড ধানের সমলয় চাষাবাদের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল দুপুরে উপজেলা কৃষি অফিসের আয়োজনে কুমারখালী উপজেলার আলাউদ্দিন নগর মাঠে রবি মৌসুমে ব্লক প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে হাইব্রিড জাতের বোরো ধানের সমলয় চাষাবাদ-এর যান্ত্রিকী বোরো ধানের চারা রোপন শুভ উদ্বোধন করা হয়।

২০২২-২৩ অর্থ বছরের প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম।

এসময় তিনি বলেন, বাংলাদেশে চাষযোগ্য জমি দিন দিন কমছে এবং লোকসংখ্যা বাড়ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে হাইব্রিড ধান চাষের বিকল্প নেই।
তিনি আরও বলেন, হাইব্রিড ধান উৎপাদন পদ্ধতি উফশী ধানচাষ পদ্ধতির মতোই; তবে হাইব্রিড ধানচাষের ক্ষেত্রে বীজতলার জন্য বিশেষ যত্নবান হওয়া প্রয়োজন।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. হায়াত মাহমুদের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) বিতান কুমার মন্ডল, সিমিট বাংলাদেশ (ফরিদপুর) ফিল্ড অফিস কো-অর্ডিনেটর কৃষিবিদ মোহাঃ জাকারিয়া হাসান।

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তররের অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) কৃষিবিদ মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান সহ প্রগতিশীল কৃষক মোঃ হাফিজুর রহমান (লিয়াকত) বক্তব্য রাখেন।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. হায়াত মাহমুদ বলেন, ‘রাইস ট্রান্সপ্লান্টার’ বা চারা রোপণের যন্ত্র দিনে এক ঘণ্টায় ৩০জন কৃষকের সারা দিনের কাজ শেষ করা যাবে। এতে কৃষকের সময় ও শ্রম সাশ্রয় হবে, কৃষি উৎপাদনও বেশি হবে।

দর্শনা কেরুতে দেশের প্রথম হারভেষ্টার মেশিনে আখ কর্তন কাজের উদ্ধোধন

দর্শনা কেরুজ কৃষি খামারে আধুনিক পদ্ধতিতে হারভেষ্টার মেশিন দিয়ে আখ কর্তন কাজের শুভ উদ্ধোধন করা হয়েছে।

রোববার দুপুর ১২টার দিকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে কেরুজ ফুরশেদপুর কৃষি খামারে হারভেষ্টার মেশিন দিয়ে আখ কর্তন কাজের শুভ উদ্ধোধন করেন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশনের যুগ্ন সচিব এবং পরিচালক (অর্থ) খন্দকার আজিম আহমেদ এনডিসি।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চিনিকলের ব্যবস্থপনা পরিচালক মোশারফ হোসেন। এসময় তিনি বলেন, বর্তমান সরকার কৃষি বান্ধব। তাই কৃষিতে বিল্পব আনতে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছেন। বিশেষ করে চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশেনের অভিভাবক শিল্পমন্ত্রাণালয়ের সচিব জাকিয়া সুলতানা বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে প্রদনা হিসাবে এ হার্ভেষ্টার মেশিন প্রদান করেছেন।

তিনি আরও বলেন, আখ কর্তানের হারভেষ্টার মেশিন দেশে এই প্রথম। এ মেশিনটি ইন্ডিয়া গুজরাটের টারর্বো এগ্রো টেকনোলজি লিমিটেড কোম্পনীর তৈরী। এ হার্ভের্ষ্টার মেশিনটির নাম শক্তিমান। এটা অনেকটা ট্রাক্টরের মত দেখতে। এ যন্ত্র দিয়ে একই সাথে আখ কর্তন, আর্বজনা পরিষ্কার এবং স্তুপ করা যায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে। কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ কমবে। বাঁচবে সময়। শ্রমিক লাগবে কম।

চিনিকলগুলোতে অনেক আখ চাষ হয়ে থাকে। মোরসুম শুরু হলে শ্রমিকের অভাবে আখ কর্তন নিয়ে দেখা দেয় জটিলতা। খরচও পড়ে অধিক। আখ কর্তন যন্ত্রনার কারণে অনেকেই আজ আখ চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। আশা করি হার্ভেষ্টার মেশিন পর্যাপ্ত হলে আগামীতে চিনিকলের কৃষি খামারের আখ কর্তনের পাশাপাশি কৃষকের আখ কর্তনে সহযোগিতা করা সম্ভব হবে। এতে সময় ও খরচ শাশ্রয় এবং আখের উপর নিচের অংশ অপচয় কম হবে।

বৃদ্ধিপাবে ফলন চিনিকলের ব্যবস্থপনা পরিচালক বলেন, নিজেস্ব জমিতে আখ লাগানোর পাশাপাশি এলাকার অনেক কৃষক আখ রোপন করে থাকে। মোরসুম শুরু হলে আখ কর্তন নিয়ে দেখা দেয় নানা জটিলতা। এ হার্ভেষ্টার মেশিনটি সদর দপ্তর কিংবা চিনিকলের টাকায় কেনা না।

শিল্পমন্ত্রনালয়ের সচিব মহাদয়ের একান্ত উদ্যোগে প্রনোদনা হিসাবে দেয়া হয়েছে। এর জন্য সচিব মহাদয়দের নিকট চিনিশিল্প কৃতজ্ঞ থাকবে। সেই সাথে এর সুফল পেলে আগামী মোরসুম শুরুর আগেই চিনিকলগুলো যেন এমেশিন পেতে পারে তার আবেদন করা হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট।

এসময় আরও উপস্তিত ছিলেন, নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনিসুল আজম, চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন উপ-বিভাগীয় ব্যবস্থপক (কৃষি) প্রকৌশলী মো.মাহমুদুল হাসান মিল্টন, সায়েদ সামস তাবরিজ প্রিন্সিপাল অফিসার এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ার ডিবিশন চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন। ইন্ডিয়া গুজরাটের টারর্বো এগ্রো টেকনোলজি লিমিটেড শক্তিমান সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার রাজস কুমার সরকার, আলিম ইন্ডাসট্রিজের জেনারেল ম্যানেজার ও মার্কেটিং এবং সেলস এর প্রতিতিধি ইঞ্জিনিয়ার মোঃ হুমায়ুন কবীর, নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলের ব্যবস্থাপক পরিবহন প্রকৌশল রিয়াজুল ইসলাম, কেরুজ চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) আশরাফুল আলম ভুইয়া, ব্যবস্থাপক (খামার) সুমন কুমার সাহা, ব্যবস্থাপক (পরিঃপ্রকৌঃ) আবু সাঈদ, ফুরশেদপুর খামার ইনচার্জ এমদাদুল হক ইমদাদ।

গাংনীতে শত্রুতা করে ১ বিঘা ভুট্টা গাছ কেটেছে দুর্বৃত্তরা

মেহেরপুরের গাংনীতে রাতের আধারে কৃষকের ভুট্টা ক্ষেত কেটে তছরুপ করেছে দুর্বৃত্তরা। এতে ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে কৃষক কামরুল ইসলাম।

এঘটনায় গাংনী থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছে ভুক্তভোগী কৃষক। ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার কোদালকাটি গ্রামের চরের মাঠে।

গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের কোদালকাটি গ্রামের মৃত একছাদ মন্ডলের ছেলে কামরুল ইসলাম কোদালকাটি চরের মাঠে জমিতে এক বিঘা জমিতে ভুট্টা চাষ করেছিলেন।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাতের কোন এক সময় শত্রুতা করে দুর্বৃত্তরা পুরো জমির ভুট্টা গাছ কেটে তছরুপ করেছে। আজ রবিবার সকালে মাঠে কাজ করতে আসা কৃষকরা ভুট্টা গাছ কেটে ফেলার খবর দেয়। এর মধ্যে ভুট্টা ধরতে থাকা গাছের অর্ধেক থেকে এবং ছোট গাছ গুলো গোড়া থেকে কেটে ফেলা হয়েছে।

এঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক কামরুল ইসলাম। মাঠে ফসল তছরুপ করায় ক্ষুদ্ধ কৃষকরা অপরাধীদের শাস্তির দাবী করেন।

দামুড়হুদায় লাল তীর সীডের উদ্যোগে তুলা চাষের উপর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় লাল তীর সীড লিমিটেডের উদ্যোগে তুলা চাষের উপর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেলে নতুন বাস্তুপুর ঈদগাহ মাঠে হাইব্রিড তুলা বীজ ডিএম-৪ জাতের ফলন বিষয়ক কৃষক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

লাল তীর সীডের জেনারেল ম্যানেজার কৃষিবিদ বসির উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ডেপুটি ডাইরেক্টর কৃষিবিদ ড. কামরুল হাসান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন তুলা উন্নয়ন বোর্ড চুয়াডাঙ্গা জোনের সিসিডিও কৃষিবিদ শেখ আল মামুন, তুলা উন্নয়ন বোর্ডের মেহেরপুর জোনের সিসিডিও কৃষিবিদ এজাজুল ইসলাম, লাল তীর সীডের ডিভিশনাল ম্যানেজার কৃষিবিদ কামরুল হাসান ও দামুড়হুদা তুলা অফিসের কটন ইউনিট অফিসার বিদ্যুৎ চন্দ্র দাস।

এলাকার দুই শতাধিক তুলাচাষির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত মাঠ দিবসে তুলা চাষের জমি নির্বাচন, বীজ ভিজানো ও বপন পদ্ধতি, অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা ও ফসল সংগ্রহ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। লাল তীর সীড ডিএম-৪ জাতের তুলা চাষ করে ভাল ফলন পেয়েছেন বলে জানান উপস্থিত তুলা চাষিরা। পরিশেষে তুলাচাষী নাসির উদ্দীনের তুলাক্ষেত পরিদর্শন করা হয়। মাঠ দিবসটি পরিচালনা করেন লাল তীর সীডের মেহেরপুর রিজিওনাল ম্যানেজার কৃষিবিদ আবু রায়হান।

কুষ্টিয়ায় “স্নো হোয়াইট” ফুলকপির মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়ায় এসিআই কর্তৃক বাজারজাতকৃত “স্নো হোয়াইট” ফুলকপির মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের আদর্শ কৃষক মোঃ জনি আহম্মেদের মাঠে এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত মাঠ দিবসে উপস্থিত ছিলেন,এসিআই সীডের রিজিওনাল ক্যাম্পেইন ম্যানেজার মোঃ জাকির হোসেন সরদার, এরিয়া সেলস ম্যানেজার মোঃ আনোয়ার হোসেন, মার্কেটিং অফিসার মেহেদী হাসান এবং ব্রান্ড প্রোমোটার ফিরোজ আলীসহ অন্যান্য কর্মকর্তা বৃন্দসহ প্রায় শতাধিক আদর্শ কৃষক এবং রিটেইলার উপস্থাপন ছিলেন।

মাঠ দিবসে জানানো, ফুলকপি একটি উচ্চ মূল্যের ফসল। উক্ত এলাকার আদর্শ চাষী জনি আহম্মেদ বর্তমানে প্রত্যেক পিস ফুলকপি ৩৫- ৩৮ টাকা দরে বিক্রি করছেন। সেই হিসেবে,তার এক একর জমিতে ১০ হাজার ফুলকপি প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা বিক্রি করতে পারবেন বলে জানান।

যেখানে চাষাবাদে ৬৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। বর্তমান বাজার মূল্য ভালো থাকায় ৬০-৬৫ দিনে ১.৫- ২ কেজি ওজনে বিক্রি করছেন, তবে স্নো হোয়াইট ফুলকপি ৩-৪ কেজি ওজনের বেশি হয় বলে জানান। এতে উপস্থিত আদর্শ কৃষকগণ এই জাতটি আগামী মৌসুমে ব্যাপক হারে চাষাবাদ করতে আগ্রহী হন।

অপ্রীতিকর ঘটনার মধ্যদিয়ে কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক সাধারণসভা সম্পন্ন

অপ্রীতিকর ঘটনার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে এবারের কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক সাধারণসভা।
স্বরণকালের রেকর্ড ভেঙ্গে এবার নির্ধারিত সময়ের চাইতে সভার কার্যক্রম শুরু হয় ২ ঘন্টা বিলম্বে। সকাল ১০ টায় যে সভা শুরু হওয়ার কথা সে সভা বিলম্বে দুপুর ১২ টায় সভা শুরু করে রাত ৮টার মধ্যেই করা হয়েছে শেষ। এবারের সভায় শুরু থেকে ছিল উত্তেজনা ও নেতাদের কথায় ছিল তিক্ততার বিষ। কথার তীরে ঘায়েল করতে বক্তব্যে একে অপরকে করেন ধবল ধোলাই। সভার প্রথম পর্ব শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শেষ হলেও দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হট্টগোল, হাতাহাতি, চেয়ার ভাংচুর ও স্বপন নামের এক শ্রমিক রক্তাক্ত জখম সহ সভাস্থলে কয়েক দফা হাতাহাতির মধ্য দিয়ে এবারের দ্বি-বার্ষিক সাধারণসভা হয়েছে শেষ।

রোববার সকাল ১০টার স্থলে দুপুর ১২ টার দিকে কেরুজ ইমারত বিভাগের সামনে আয়োজন করা হয় শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক সাধারণসভা। সাধারন সভাকে কেন্দ্র করে নির্ধারিত সভা চত্বর ছিল শুনশান। সাধারন সভাকে কেন্দ্র করে সাকাল ৯টার পর থেকে শ্রমিক সংগঠন গুলো দলবদ্ধ হয়ে দলেদলে মিছিল সহকারে নেতারা কর্মী- সমর্থকদের নিয়ে হাজির হন সভাস্থলে। দুপুর ১২টার দিকে শুরু হয় আলোচনাপর্ব। পবিত্র কোরআন তেলওয়াত ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যদিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়।

এ সভার উদ্বোধন করেন কেরুজ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন, কুষ্টিয়া আঞ্চলিক শ্রম অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সিরাজুল ইসলাম সহ শ্রমিক নের্তৃবৃন্দ। শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ

সবুজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ ৫ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট প্রতিবেদন পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ।

২০২১ সালের আয় দেখানো হয়েছে ১৩ লাখ ১৪ হাজার ৯৮৯ টাকা ৮৮ পয়সা। ওই বছরেই ব্যয় করা হয়েছে ৬ লাখ ৭৯ হাজার ৫০০ টাকা। অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ ৬ লাখ ৩৫ হাজার ৪৮৯ টাকা ৮৮ পয়সা। ২০২২ সালে আয় হয়েছে ১৫ লাখ ৭৩ হাজার ১১৮ টাকা ৮৮ পয়সা এবং ব্যয় হয়েছে ৮ লাখ ৯৬ হাজার ৫১৭ টাকা ৪৫ পয়সা। ফলে ২ বছরের আয়-ব্যয় হিসাবে অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ ৬ লাখ ৭৩ হাজার ৬০১ টাকা ৪৩ পয়সা।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন, সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম প্রিন্স, সাধারন সম্পাদক পদপ্রার্থী জয়নাল আবেদীন নফর। অনুষ্ঠানে বর্তমান পরিষদের সহ-সভাপতি ও সহ-সম্পাদক পদপ্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমানের উপস্থাপনায় উপস্থিত থেকে আরও বক্তব্য রাখেন, সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী রেজাউল করিম, মফিজুল ইসলাম, এসএম কবির, বর্তমান পরিষদের সহ-সম্পাদক খবির উদ্দিন, হাফিজুল ইসলাম, সদস্যপ্রার্থী বর্তমান পরিষদের সদস্য মজিবর রহমান, নুরুল ইসলাম, ইদ্রিস আলী, সাইফ উদ্দিন সুমন, ডাবলু, আব্বাস আলী, হারিজুল ইসলাম, সাহেব আলী শিকদার, জাহিদুল ইসলাম, রবিউল ইসলাম সুমন, প্রমুখ।

সভায় ৫ সদস্য বিশিষ্ট প্রস্তাবিত নির্বাচন পরিচালনা কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, সদস্য সচিব ব্যবস্থাপক (ডিস্টিলারি) ফিদাহ হাসান বাদশা, উপব্যবস্থাপক (সংস্থাপন) আল আমিন, গ্যারেজ ইঞ্জিনিয়ার আবু সাঈদ ও সহব্যবস্থাপক (ভূমি) জহির উদ্দিনকে।

গত নির্বাচনের তুলনায় এবারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ১ মাস ৫ দিন আগে। সাধারণসভা অনুষ্ঠিত হলো ১২ দিন আগে। কেরুজ নির্বাচন মানেই মহোৎসব। এ নির্বাচন গোটা জেলাবাসীকে জানান দেয়। গোটা মৌসুম জুড়ে নির্বাচনী বাতাস থাকে গরম। নির্বাচনকে ঘিরে কেরুজ আঙিনা ভোটার ও বহিরাগতদের পদচারণায় এখন মুখরিত। প্রার্থীদের দৌড়-ঝাপ-ভোটারদের দলে ভেড়ানোর কায়দা-কৌশল অবলম্বনে থাকে না কোন কমতি। ভোটারদের মন গলাতে বানের পানির মতো খরচ করা হয়ে থাকে টাকা। দীর্ঘদিনের এ ধারাবাহিকতা কমতি থাকবে না এবারের নির্বাচনেও। ভোটের বাকি মাত্র ১২ দিন। নির্বাচনকে ঘিরে

নির্বাচনী আলোচনা, প্রচারণা, দৌড়-ঝাপ, সংগঠন অফিসগুলোতে ভোটারদের আনা-গোনা, সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে সংগঠন কার্যালয়গুলো কর্মী-সমাবেশের পাশিপাশি হচ্ছে ভুড়ি ভোজনের আয়োজন। সেই সাথে প্রার্থীদের কর্মী-সমর্থক ও ভোটারদের মুহুমুহু স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠছে কেরুজ ক্যাম্পাস এলাকা। আর সন্ধা নামার পরপরই প্রার্থীরা ভোটার ও কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে স্লোগান তুলে দিচ্ছে মহড়া। দেখানো হচ্ছে দল ভারির শো-ডাউন। নেপথ্যে রয়েছে বহু রহস্য। অনেকেই মন্তব্য করে বলেছে, কি মধু আছে এতে। কেরুতে নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রধান হাতিয়ার কি মদ বিক্রয় কেন্দ্রেরগুলোর এজেন্টরা? শ্রমিক নেতাদের সংগঠন কার্যালয়গুলো সারাবছর জনমানবহীন থাকলেও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জমজমাট অবস্থায় পরিণত হওয়ার নেপথ্যের রহস্যই বা কি? তবে সাধারন সভাকে কেন্দ্র করে গতকাল রোববার সকাল থেকেই সংগঠনগুলো ছিলো কর্মী, সমর্থক, ভোটার ও বহিরাগতদের ভীড়। প্রত্যেক সংগঠন থেকে বিশাল র্যালি সহকারে সভাস্থলে যোগদান করা হয়।

এ নির্বাচনে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে জানিয়েছেন, ফিরোজ আহমেদ সবুজ সংগঠনের কর্ণধর বর্তমান পরিষদের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ, তৈয়ব সংগঠনের কর্ণধর সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী। সাধারণ সম্পাদক পদে মাঠে থাকবেন বলে জানিয়েছেন মাসুদ সংগঠনের কর্ণধর বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান, মনিরুল ইসলাম প্রিন্স সংগঠনের কর্ণধর সাবেক সাধারন সম্পাদক মনিরুল ইসলাম প্রিন্স ও জয়নাল আবেদীন নফর সংগঠনের কর্ণধর সাধারন সম্পাদক পদপ্রার্থী জয়নাল আবেদীন নফর।

আসন্ন এ নির্বাচনে পরিবর্তন আসছে পরিষদের সদস্য সংখ্যায়। তথ্যনুযায়ী কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের বর্তমান পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা ১৩ জন। বছর দুয়েক আগে ২৫ সদস্যের কমিটির পরিবর্তন করে তা ১৩ সদস্যে করা হলেও তা পরিবর্তন করা হয়েছে সম্প্রতি। শ্রম অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে পরিবর্তন করে ফের ২৫ সদস্যের কমিটি নির্ধারন করা হয়েছে।

ফলে এবারের নির্বাচনে ২৫টি পদের বিপরীতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করবে প্রার্থীরা। কেরুজ চিনিকলে এক সময় দেড় হাজারের বেশি শ্রমিক ছিল। সে সময় শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ছিল। যখন শ্রমিক কমে গেল তখন কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নে এক জন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সভাপতি, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক ও ৯ জন সদস্য করে ১৩ জন বিশিষ্ট কমিটি গঠন

করা হয়। ১লা সেপ্টেম্বর-২২ শ্রম আইন বিধি মোতাবেক ১৫৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বলা হয়েছে কোন প্রতিষ্ঠানে ৮০১ থেকে ১৫’শ জন কর্মকর্তা কর্মচারী থাকলে শ্রমিকদের স্বার্থে সভাপতি ১ জন, সহ-সভাপতি ২ জন, সাধারণ সম্পাদক ১ জন, সহ-সাধারণ সম্পাদক ২ জন, কোষাধ্যক্ষ ১ জন, সাংগঠনিক সম্পাদক ১ জন, প্রচার সম্পাদক ১ জন দপ্তর সম্পাদক ১ জন ও সদস্য ১৫ জন করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের কমিটি গঠন যাবে। সে লক্ষে আয়োজিত গেট মিটিং সভায় উপস্থিত নের্তৃবৃন্দ সহ সকলে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের মতামত প্রকাশ করেন। সে মোতাবেক এবারের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির পরিবর্তে ২৫ সদস্যর কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হবে। সে অনুযায়ী ২৫ পদের বিপরীতে এবারের নির্বাচনে পুরাতনের পাশাপাশি নতুন মুখের দেখা মিলেছে।

গত নির্বাচনে দর্শনা কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নে সর্বমোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১০৮৮। দেশের ৬টি চিনিকল বন্ধ হওয়ায় বিভিন্ন মিলের শ্রমিক-কর্মচারী কেরুজ চিনিকলে যোগদান করেছে ২৭০ জন। ফলে মোট ভোটার সংখ্যা ১৩৫৮ জনে দাঁড়ালেও চুরান্তভাবে কমবে। গত ২ বছরে বহু ভোটার অবসর গ্রহণ ও মৃত্যুজনিত কারনে কমেছে। ফলে এবার সম্ভাব্য ১৩০০ ভোটার হতে পারে।

গত ২০২১ সালের ৮ মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের নের্তৃবৃন্দ এবার ১ মাস ৫ দিন আগেই নির্বাচনের দিন নির্ধারন করে ২২ জানুয়ারি নিয়ম মাফিক সাধারণ সভা এবং ৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ইতমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে সাধারন সভার ও শুধুমাত্র আর বাকী থাকলো ভোট গ্রহণের দিন। কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন মূলত বড় পদ ২টি। তা হচ্ছে সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক পদই মুল পদ হিসেবেই গণ্য করা হয়ে থাকে। এ নির্বাচনে সভাপতি পদে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তাদের মধ্যে রয়েছেন বর্তমান ক্যাবিনেটের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ ও সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী। এবারের নির্বাচনে সহ-সভাপতি ও সহ- সাধারন সম্পাদক পদে প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বেড়েছে কয়েকটি পদ। এছাড়া সহ-সভাপতি ও যুগ্মসম্পাদকসহ সদস্য পদে অসংখ্য প্রার্থীর নাম শোনা যাচ্ছে।

মেহেরপুরে ব্রোকলি চাষ করে লাভবান হচ্ছেন কৃষকরা

মেহেরপুরে পরীক্ষামুলক ভাবে ব্রোকলির চাষ শুরু করেছেন কৃষকরা। প্রথমেই লাভবান হয়েছেন অনেক কৃষক। অল্প খরচ,চাহিদা বেশি,দামও ভাল পাওয়ায় ব্রোকলির আবাদের দিকে ঝুকছেন জেলার অনেক কৃষক। প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ‘সি’, ক্যালসিয়াম ও লৌহ সমৃদ্ধ শীতকালীণ সবজি ব্রোকলি। অনেকেই সবুজ ফুলকপিও বলে থাকেন। তবে সাদা রংয়ের ফুলকপির চেয়ে সুস্বাদু ও বেশি পুষ্টিগুণে ভরপুর। পরিক্ষামুলক চাষেই লাভবান তারা। বাংলাদেশের মানুষের কাছে অপরিচিত ও অপ্রচলিত সবজি হলেও এটি আবাদে কৃষকরা আর্থিক ভাবে বেশি মুনুফা পাবে বলে জানিয়েছেন কৃষি বিভাগ।

মেহেরপুরের গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের কৃষক জাকারুল ইসলাম জানান, তিনি ফুলকপি আর বাঁধাকপির আবাদ করতেন। এ আবাদ এলাকার সকলেই এক সাথে করায় অনেক সময় লোকসান হতো। পরে স্থানীয় পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিকেএসএফ)’র উদ্যোগে তিনি নতুন সবজি হিসেবে ব্রোকলি আবাদ শুরু করেন। চার বছর আগে তিনি প্রথমে এক বিঘা জমিতে ব্রোকলি চাষ করে লাভ- লোকসানের পার্থক্য করেন। প্রথমে ব্রোকলির বীজসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণ বিনামুল্যে প্রদান করে পিএসকেএস নামক ওই সংস্থাটি। প্রথমেই তিনি এক বিঘা জমিতে খরচ বাদ দিয়ে ৫০ হাজার টাকা লাভের মুখ দেখেন। সেই থেকে এখন তিনি ব্রোকলির আবাদ করছেন।

তিনি আরো জানান, পিকেএসএফ অর্থায়নে পরিচালিত সংস্থা পিএসকেএস তাদের কৃষি অফিসারের মাধ্যমে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দিয়েছে ব্রকলি আবাদের। সেই সাথে বীজও সরবরাহ করেন। এ বছর আমি আড়াই বিঘা জমিতে ব্রোকলি চাষ করেছেন তিনি। এখন বিক্রি মৌসুম চলছে। উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে বিঘাপ্রতি অর্ধলক্ষ টাকা লাভ থাকবে বলেও আশা করছেন তিনি।

সবজি চাষি আবুল কাশেম জানান, একই জমিতে বারবার একই ফসলের চাষ করা যাবেনা বলে কৃষি অফিস থেকে পরামর্শ দেয়া হয়। তাই নতুন সবজি হিসেবে ব্রোকলির বীজ সংগ্রহ করে দশ কাঠা জমিতে পরিক্ষামুলক চাষ করে গত বছর লাভ পেয়েছি। এবছর এক বিঘা জমিতে ব্রোকলি চাষ করেছি। বিক্রি শুরু হয়েছে। বাজারে চাহিদা ও দাম ভাল আশা করছি লাভবান

হবো।

হিন্দা গ্রামের কৃষক শাজাহান আলী জানান, কয়েকজনের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে ব্রোকলি আবাদ করেছেন। তবে সাদা রংয়ের ফুল কপির চেয়ে রোগ বালাই ও খরচ কম। বাজারেও চাহিদা রয়েছে।

কৃষি বিভাগের হিসেব মতে, প্রতি শতক জায়গায় ২৫-৩০ দিন বয়সের ২০০টি চারা রোপন করে মাত্র ৫০-৬০ দিন পরই ৪০ মণ ব্রোকলি উৎপাদন করা সম্ভব। ব্রোকলি সাধারণত দোআঁশ ও এঁটেল দোআঁশ মাটিতে ভাল হয়। মধ্য ভাদ্র-মধ্য পৌষ এর মধ্যে বীজ বপন ও চারা রোপন করতে হয় । ২৫-৩০ দিন বয়সের চারা ৫০ সেন্টিমিটার দূরত্বে রোপন করতে হয়। রাসায়নিক সারের পরিবর্তে গোবর সার বা কেঁচো কম্পোষ্ট সার ব্যবহার করলে ভাল ফলন হয় এবং রোগ বালাই কম হয় বরে জানান পলাশীপাড়া সংস্থার কৃষি কর্মকর্তা মোস্তফা রাব্বি।

পুষ্টিবিদ জান্নাতুন ফেরদৌস জানান, ব্রোকলি একটি ক্রসিফেরী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত শীতকালীন সবজি। এতে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ফোলেট, আঁশ আছে। এতে হৃদরোগ, বহুমূত্র এবং ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। ব্রকলি জারণরোধী ভিটামিন এ এবং সি সরবরাহ করে কোষের ক্ষতি রোধ করে।

নতুন নতুন সবজি ফসলসহ বিভিন্ন ফসলের আবাদ করে জেলার কৃষকরা যাতে সাবলম্বী হতে পারে সে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে পিএসকেএস। মেহেরপুর জেলায় প্রথম ব্রোকলি বীজ নিয়ে আমাদের সদস্যদের মাধ্যমে চাষ শুরু করেছি। যারা ব্রোকলি চাষ করেছেন তারা সকলেই লাভবান হচ্ছেন বলে জানান সংস্থার নির্বাহী পরিচারক মুহঃ মোশাররফ হোসেন।

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক শংকর কুমার মজুমদার জানান, ব্রোকলি লাভজনক হিসেবে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং সবার কাছে সমাদৃত বটে আমাদের দেশে। কারণ কপি গোত্রের অন্যান্য সবজির চেয়ে ব্রোকলি অপেক্ষাকৃত বেশি পুষ্টি সমৃদ্ধ ও ক্যান্সার প্রতিরোধক।মেহেরপুরের কয়েকজন চাষি ব্রোকলি আবাদ করেছেন। তবে এর তেমন কোন পরিসংখ্যান এখন পর্যন্ত করা হয়নি। কারন মেহেরপুরের কিছু কৃষক পরিক্ষামুলক হিসেবে চাষ করছেন। তবে যারা ব্রোকলি চাষ করেছেন তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি সকলেই ভাল ফলন পেয়েছেন এবং লাভবান হচ্ছেন। আমরাও ব্রোকলির চাষ বৃদ্ধির পরামর্শ দিচ্ছি।